যুগান্তর
প্রিন্ট: ২১ জুলাই ২০২৬, ১২:৪৪ পিএম

খবর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আইইআরে মানা হয়নি শর্ত এমএড ছাড়াই পদোন্নতি

রেফায়েত উল্যাহ রুপক, চবি
প্রকাশ: ২১ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

ফাইল ছবি

পরবর্তী খেলাসমূহ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) জন্য প্রণীত বিশেষ নীতিমালার (স্ট্যাটিউট) একটি ধারা ১৪ বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি। এই নিয়ম অনুযায়ী কলেজ থেকে ইনস্টিটিউটে আত্তীকৃত শিক্ষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিএড ও এমএড ডিগ্রি অর্জনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে এত বছরেও অনেক শিক্ষক সেই শর্ত পূরণ না করে চাকরিতে বহাল আছেন। তাদের কেউ পদোন্নতি পেয়েছেন এবং কেউ ইনস্টিটিউটের পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

সূত্র জানায়, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রিচার্স অ্যান্ড ট্রেনিং (আইইআরটি) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিচালনা সংসদ একটি কমিটি গঠন করে। ২০০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে পাঁচ অনুষদের ডিনের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ওই ইনস্টিটিউটের জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব পায়। ২০০৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবু সালেহের নেতৃত্বাধীন কমিটির করা সেই নীতিমালা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

ওই নীতিমালার ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার যেসব শিক্ষক আইইআরটি'র বিএ (সম্মান) ইন এডুকেশন ও এমএড কর্মসূচির বিষয়গুলো পড়াবেন, তাদের সর্বোচ্চ চার বছরের মধ্যে সরকার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে এমএড সম্পন্ন করতে হবে। এরপর তারা নিজ নিজ পদে আইইআরটিতে যোগ দেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও পদোন্নতির নীতিমালা অনুযায়ী পদে উন্নীত হবেন।

বিদ্যালয় সূত্র জানায়, সেই নাম পরিবর্তন করে আইইআর হয়ে ২০১২ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যক্রম শুরু হলেও ওই নীতিমালা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

অভিযোগ রয়েছে, কলেজ থেকে আত্তীকৃত ১২ শিক্ষকের মধ্যে অধ্যাপক গোলাম মহিউদ্দিন, ড. উদিতি দাশ, সহযোগী অধ্যাপক শামশাদ বেগম চৌধুরী, মুহাম্মদ আমির উদ্দিন, ড. ফাওজীয়া ফালেহা সাদিদা, নাসিমা পারভীন ও মো. ইফতেখার আরিফের বিএড ও এমএড ডিগ্রি নেই। সহযোগী অধ্যাপক মীযানুর রহমান মিজু ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বিএড ডিগ্রি থাকলেও এমএড নেই।

ইনস্টিটিউটের একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণের ডিগ্রি না থাকায় সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ে পাঠদান প্রত্যাশিত মানের হচ্ছে না। এতে শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিএড ও এমএড ডিগ্রি ছাড়াই ইনস্টিটিউটের পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন ড. উদিতি দাশ। তিনি বলেন, এখানে বিএড ও এমএড করা নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। প্রশাসন পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে এর কিছু নিয়মে পরিবর্তন এসেছে। নীতিমালা অনুযায়ী আমি বাংলা বিষয়ের শিক্ষক। সে ক্ষেত্রে আমার বিএড বা এমএড করার প্রয়োজন নেই।

এসব ডিগ্রি না থাকার পরও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন অধ্যাপক গোলাম মহিউদ্দিন। তিনি বলেন, বিষয়টি অনেক আগের। পুরো বিষয়টি এখন আমি বলতে পারব না।

এ বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আমির উদ্দিন বলেন, বিএড-এমএড বাধ্যতামূলক ছিল না। আমরা মূলত যে বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ, সেগুলোই পড়াই।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এস এম হাফিজুর রহমান বলেন, যার যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা রয়েছে, তার সেই বিষয়ই পড়ানো উচিত। তবে এখানে আরেকটি দিকও রয়েছে। যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন না, তখন বাধ্য

হয়েই অন্য শিক্ষকদের এসব কোর্স নিতে হয়েছে। তবে আমার মতে, যারা বিএড বা এমএড ডিগ্রি অর্জন করেননি, তাদের উচিত তা সম্পন্ন করা। এতে শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন।

চবি উপাচার্য মোহাম্মদ আল-ফোরকান বলেন, বিষয়টি অবহিত হয়েছি। এটি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলব এবং শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে আমরা সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করব।